মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

❖ স্বপন ধর।

'যা সরে যা, সরে গিয়ে পড়তে বস' - সত্যবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে দৌঁড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। বাচ্চা মেয়ে একটু-আধটু শাসন তো করতেই হয়, না করলে তো আবার বিগড়ে যাবে। আপন মেয়ে নয়, তবুও মেয়েটিকে নিজের মেয়ের থেকে কম আদর করেন না। টাকা-পয়সার দিক থেকে ততোটা ধনী না হলেও, নাম-ডাক, সুনামের দিক থেকে সত্যবাবু অনেক বেশী ধনী। পাড়ার কোনো বিপদ, অঘটন বা দুর্যোগ আসলে সব সময়ই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সঙ্গে একটি সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত। স্ত্রী সাতবছর আগে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ছেলেও Engineering পড়া শেষ করে এখন বিদেশে চাকুরী করে। সম্পূর্ণ একার সংসারে এই ছোট্ট মেয়েটিকে নিজের মতো করে বড়ো করছেন। সব সময়ই নিজের কাছে কাছে রাখেন। মেয়েটির বয়স ১১-১৫ বছর, নাম মুন। ৫-৬ বছর বয়সে নিজের বাড়ি-ঘর, পরিবার সব হারিয়ে ফেলেছিল। এই সত্যবাবুই তখন থেকে মেয়েটিকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করছেন। এমন স্বার্থপরতার যুগে এমন একজন মানুষ আশাই করা যায় না। বাবার থেকে ছোটো তাই সত্যবাবুকে সত্যকাকু বলেই ডাকি। মুনের সঙ্গে আমার আবার খুব মিল, আমাকে দাদাভাই বলে ডাকে। দেখা হলেই চকলেট কিনে দিতেই হবে, না দিলে নিস্তার নাই। অবশ্য আমারও কোনো ছোটো বোন নেই, তাই মুনকে ছোটো বোনের মতোই আদর করি। এই আবদার করাটা তো স্বাভাবিক। একদিন বাজার থেকে বাড়ি ফিরতে হঠাৎ দেখলাম, সত্যকাকু মুনকে নিয়ে Dr. D. Debnath এর চেম্বারের দিকে গেলেন। আমিও একটু সামনে এগিয়ে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাকু মুনের কি হয়েছে' বললেন 'না রে কাল রাত থেকে মুনের খুব জ্বর, শরীরটাও প্রচন্ড কাঁপছে, তাই ডাক্তারের কাছে নিয়ে এলাম'। Dr. D. Debnath শহরে তো নতুন এসেছেন, কিন্তু উনি জ্বর, সর্দি এমন কোনো কিছুর ডাক্তার !!! ওইদিকে আবার বাড়িতে বাজার নিয়ে না গেলে রান্না হবে না, তাই 'আচ্ছা কাকু ঠিক আছে' - বলে আমি বাড়িতে এসে পড়লাম। বিকেলের দিকে মাঠে খেলতে যাওয়ার সময় সত্যকাকুর বাড়িতে ঢুকে দেখলাম মুন বিছানায় ঘুমিয়ে আছে আর কাকু মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ইশারায় বললেন, 'এখন আগের থেকে অনেক ভালো আছে'। আমিও একটু tension free হয়ে মাঠে চলে গেলাম। মাঠে অরুপ তো আমাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিল 'একটা ছক্কা মেরে দেখা' তাহলে আমার হাতের এই একশ টাকার নোটটি তোর'। ঠিক আছে আমার ভালো কর্ম নেই, তাই বলে কি চ্যালেঞ্জ

Scanned by CamScanner

হেরে যাব। কী বলবো, বেটে বলে এমন contact হলো যে, বলটি আর মাঠের বাইরে গিয়ে থাকতে পারলো না। অরুপ চুপ। দেরি না করে হাত পাতিয়ে একশ টাকা সোজা আমার পকেটে। আরে, দুদিন পরে তো পূজো, মুনের শরীর ঠিক না হলে বাচ্চা মেয়েটা এবার পূজোয় ঘুরতে পারবে না। এবার দেখি মুনকে একটা বন্দুক কিনে দেব। প্রত্যেকবারের মতো এবারও আমাদের পাড়ার সার্বজনীন দুর্গোপূজোর সভাপতি সত্যকাকু। উনি দায়িত্বে থাকলে পূজোতে কোনো বিঘ্ন ঘটবে তা হতেই পারে না। ষষ্ঠীর দিন সকালে পূজোর কিছু কাজ নিয়ে কথা বলার জন্য আমি সত্যকাকুর বাড়িতে গেলাম। মুন যেহেতু আছে, চকলেট তো নিতেই হবে। গিয়ে দেখি সত্যকাকুর সঙ্গে পাশের বাড়ির বিমলকাকুও বসে রয়েছেন। উনি আবার পূজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ। 'আরে বিমলকাকু যে ভালোই হল, পূজো নিয়ে কিছু কথা ছিল।' বলতে না বলতেই মুন সাদা রঙের একটি নতুন কাপড় পরে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। 'আরে মুন তোমার এতো সুন্দর জামা কে কিনে দিয়েছে' - বলেই তার হাতে চকলেটটি দিলাম। কিন্তু সে যেন নিতে চাইছে না, ভয়মাখা চোখে বার বার ঘুরে ঘুরে সত্যকাকুর দিকে তাকাচ্ছে। 'আরে নিয়ে নাও, দাদাভাই আদর করে দিচ্ছে তো' - কাকুর এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মুন চকলেটটি নিয়ে দৌঁড়ে পাশের ঘরে চলে গেল। 'কী হল মা' - বলে সত্যকাকুও চেয়ার থেকে উঠে মুনের পিছন পিছন গেলেন। বিমলকাকু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'নিজের বাবাও বোধ হয় মেয়েকে এতো আদরে রাখে না'। তারপর সব কথাবার্তা সেরে সবাই মায়ের আরাধনায় লেগে পড়লাম। ভাগ্যিস, পেন্ডেল বানানোর দায়িত্ব পিন্টুদার উপর পড়েছিল। এবারতো আমাদের পেন্ডেল পাড়ার একনম্বর Position এ থাকতে বাধ্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এবারের পূজোয় মুনকে শুধু একদিনই সত্যকাকুর সঙ্গে পেন্ডেলে আসতে দেখলাম। যাই হোক, ধুমধাম করে মায়ের পূজো শেষ হল। পূজোয় এতো পরিশ্রম, বিছানায় শুয়ে শুয়েই একসপ্তাহ কেটে গেল। একদিন ভোরবেলা খুব ভারী বৃষ্টি হচ্ছিল, স্বাভাবিক কথা বাইরে যেহেতু বৃষ্টি, টিনের চালে টুপটাপ শব্দ ঘুমতো এক্কেবারে জমজমাট। মা হঠাৎ বলে উঠলো মুনকে এমবুল্যান্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি শুনে তো হতবম্ব হয়ে মুখ ধুয়ে ছাতি ছাড়াই রওয়ানা দিতে যাব, এমন সময় মা ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে ছাতাটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল। কিন্তু হাসপাতালে ঢোকার মুখেই দেখি পুলিশের গাড়ি দাঁড়ানো, আমি দৌঁড়ে ভিতরে গিয়ে দেখি সত্যকাকুকে পুলিশ টানতে টানতে হাসপাতালের বাইরে নিয়ে আসছে, মুখটিও নীচু, আমি তো হতবাক, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সঙ্গে সঙ্গেই দেখি প্রসূতি বিভাগ থেকে মুনের মৃতদেহ বেরিয়ে এল, সঙ্গে Dr. D. Debnath.

* * * *

Scanned by CamScanner